নাঈমের মাল্টা এখন বাজারে বাজারে

আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যন্ত চরপাড়া গ্রামে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর আবাদ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার এক অকল্পনীয় গল্প তৈরি করেছেন স্কুল শিক্ষক নাঈম হাসান। নাঈম হাসানের তৈরি এই বাস্তব গল্পের মাল্টা বাগানে গাছভর্তি এখন টাকা আর টাকা। ঝুলছে মাল্টা গাছে টাকা, পেয়ারা গাছে টাকা ও টাকা ঝুলছে লেবু গাছের ডালে ডালে। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি মাল্টার এই স্বপ্নের বাগান গড়ে তুলেছেন। এখন মণ মণ বিক্রি হচ্ছে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবু।

রবিবার সরেজমিন উপজেলার একমাত্র মাল্টার বাগান দেখতে যান এই প্রতিবেদক। জামজামী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রাম চরপাড়ার মাঠে গড়ে তোলা হয়েছে বিশালাকৃতির বাগান। বাগানটিকে চারদিক থেকে দেখভাল করছে চার থেকে পাঁচজন নিয়মিত শ্রমিক। বাগানের গাছে গাছে ঝুমঝুম করছে অগুনতি সবুজ মাল্টা ফল। খেতে সুমিষ্ট মাল্টার পাইকারী বাজার দর এখন কেজি প্রতি ১০০ টাকা। প্রতিদিন বাগান থেকে মনকে মাল্টা উঠানো হচ্ছে। স্থানীয় বাহনে তা চলে যাচ্ছে বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে।

বাগানের উদ্যেক্তা নাঈম হাসান জানান, তিনি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তিনি এমনিতেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। প্রথমে কিছু দরিদ্র মানুষকে উপকার করতে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর বাগান করার উদ্যেগ নেন তিনি। তিনি বলেন, এই বাগানকে ঘিরে চার-পাঁচটি পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা পেয়েছে। স্বচ্ছলতার সাথে তাদের সংসার চলছে। পাশাপাশি তিনি নিজেও এখন আরও স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন।

নাঈম হাসান জানান, যুবকরা এ ধরনের উদ্যেগ নিয়ে সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারেন। শুধু মাল্টার বাগান না, ছোট ছোট বিভিন্ন খামার করেও যুবকরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। এখন অনেকেই গরুর খামার, হাস-মুরগীর খামার, মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

তিনি জানান, চাকরির পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করে না করেতে। একটু বুদ্ধি করে পরিশ্রম করলেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

মেহেরপুরে রাস্তার পাশে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ কাজ বন্ধ করলো পৌর মেয়র

মেহেরপুর সদর টিবি ক্লিনিকের সামনে অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করে ঘর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

রবিবার দুপুরে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ঘটনাস্থলে গিয়ে এ কাজ বন্ধ করে পৌরসভায় দেখা করার নির্দেশ দেন।

এসময় তিনি বলেন স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন শেষ করে পৌর সভার দিকে যখন রহনা দিয় তখন চোখে পড়ে মেহেরপুর টিবি ক্লিনিকের সামনে প্রধান সড়কের পাশেই, বেড়া নয়, টিন নয়, একে বারে ইটের গাথনি দিয়ে গড়ে তুলছে ঘর।

বিষয়টি উপস্থিত মিস্ত্রিদের কে বলে আসা হয় ঘর মালিক যেনো পৌর সভায় বিষয় টি নিয়ে কথা বলে আসে, আর বলা হয় যদি আর একটাও ইটের গাথনী গাথা হয় তবে দশ লক্ষ টা জরিমান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে যুবলীগের বৃক্ষরোপণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজ রহমান রিটন এই কর্ম সূচি পালন করেন।

এ সময় তিনি বলেন করোনা কালীন আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছি, যার ভিতরে ছিলো মাস্ক বিতরণ, জনসাধারণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন ফলজ, বনজ,ও ওষাধী গাছ বিতরণ করেছি।

অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, বাপ্পি, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান অপু, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজাদুর রহমান সাজু, মাহবুব ডালিম, মেজবাহউদ্দিন, শেখ সারাফত, আফজাল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই দুস্থদের মাঝে সাহায্য প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো একটি গরীব অসহায় পরিবারকে ছাগল প্রদান করেন।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

সংস্থাটির সভাপতি রাজীব হাসান বলেন, আমরা দেশের করোনা কালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি। তারি ধারাবাহিকতায় আজকে একটি গরীব অসহায় পরিবারকে একটি ছাগল প্রদান করা হলো।

তিনি আরো বলেন, সংস্থাটির ফাউন্ডার রাসেল হাসান,বিপুল হোসেন,ফরাদ হোসেন প্রমুখ নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালনা করছেন এবং সংস্থাটিকে সামনের দিকে আরো অগ্রসর করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মোঃ রাজিব হাসানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন

সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার রনি, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরের সেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুর গ্রামের একটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সে¦চ্ছায় রক্তদান ক্লাবের উদ্যেগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার বিকালে মেহেরপুরের কালাচাঁদপুর বাজারে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

রক্ত দিলে হয় না ক্ষতি, জাগ্রত মানবিক অনুভূতি এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংগঠনটি গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের ফ্রী ব্লাড গ্রুপ টেস্টিং এর আয়োজন করেন। এছাড়াও গ্রামের কোন মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে স্বার্থ ছাড়াই পাশে দাঁড়ায় সংগঠনটি।

ব্লাড টেস্টে সহযোগিতা করেন, মেহেরপুর ডায়াবেটিস হাসপাতাল ল্যাব ইনচার্জ সামিউল ইসলাম এবং ডা: রমেশ ক্লিনিক সিনিয়র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট আমিনুল ইসলাম।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের সভাপতি রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক রাব্বি সহ আলফাজ হোসেন, নাসিম আহামিফ, নাজমুল হক, আশিক, মাবুদ, সোহেল রানা প্রমুখ ।

যৌতুকের একলাখ টাকা না দিলে তালাক

প্রথম স্ত্রী সন্তানের তথ্য গোপন রেখে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে করে সুমন নামে মেহেরপুর কৃষি ব্যাংকের এক গার্ড ।

এক লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের কাওছার আলীর ছেলে সুমন রেজা মেহেরপুর কৃষি ব্যাংক শাখায় গার্ড পদে কর্মরত আছে। সে বছর পাঁচেক আগে সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের মেয়ে মিলা খাতুনের সাথে প্রথম বিয়ে করে, তাদের তিন বছরের এক পুত্র সন্তান আছে। তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে দেনমোহর ছাড়াই তালাক দেয়।

এরপর মুজিবনগর উপজেলার অনার্স পড়ুয়া এক ছাত্রীর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে। উভয়ের মতামতে পারিবারিকভাবে সুমন তার প্রথম স্ত্রী সন্তান এর তথ্য গোপন করে ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার পরিচয় দিয়ে কলেজ ছাত্রীর সাথে সুমন দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিয়ের দুই মাস পেরুতে না পেরুতেই স্বামী সুমন ও শাশুড়ী সোনাভানু কর্তৃক যৌতুক এর দাবী করে স্ত্রীকে নির্যাতন করতে থাকে, গৃহবধূ শিরিনা বাবার কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে একলাখ টাকা প্রদান করে। টাকা আদায় সম্পন্ন হলে স্বামী সুমন স্ত্রীকে মউক অফিসে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়।

প্রতিমাসে বেতনের দশ হাজার টাকা বাড়িতে নেওয়ার সাথে সাথে তার স্বামী সুমন বেতনের টাকা কেড়ে নেয়। এতে স্বামী সুমনের টাকার নেশা মেটেনা, কিছুদিন পর আবার আরো একলাখ টাকা আনতে বলে স্ত্রীকে, শাশুড়ী ও স্বামী সুমন টাকা আনতে না চাইলে তাকে মানসিক ও শারিরীক ভাবে নির্যাতন চালিয়ে যায়।

এক পর্যায়ে মাস ছয়েক আগে গৃহবধূ স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার বাবার বাড়ি চলে আসে, স্বামী সুমন সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে তাকে বাবার থেকে আবার যৌতুক না চাওয়ার ও কোন ধরণের নির্যাতন না করার অঙ্গিকার করে স্ত্রীকে তার বাড়ি নিয়ে আসে। মাস পেরুতে না পেরুতেই আবার তাকে সবধরণের নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি সে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তার বাবার বাড়ি চলে আসে।

সুমন তাকে দিতে থাকে নানান ধরণের হুমকি, তাই এই গৃহবধূ স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এর মানবাধিকার ও সালিশ ইউনিটে লিখিত অভিযোগ করে আইনগত সহায়তা কামনা করেছেন। যার অভিযোগ নং ৩৮১/২০।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক সংস্থার নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম জানান, এ বিষয়ে আমরা উক্ত গৃহবধূ ও তার পিতা মাতার কাছ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি এবং ঘটনার প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যতা থাকায় আমরা ভিকটিমকে সব ধরণের আইনী সহায়তা প্রদানে বিবাদী স্বামী সুমন ও শাশুড়ীকে সামাজিক ভাবে বা স্থানীয় সালিশ বিভাগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষে নোটিশ প্রদান করলে স্বামী সুমন সালিশ বিভাগে উপস্থিত না হয়ে স্ত্রীকে বিভিন্ন হুমকি সহ খুন, গুম বা অর্থ চুরির মামলার ভয় দেখাচ্ছে বলে জানা গেছে।

গাংনীর বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়ক দীর্ঘ এক যুগেও সংস্কার না হওয়ায় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এ কারণে ঐ অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে সংস্কার করে আবারও চলাচলে উপযোগী করে তোলার দাবি এলাকাবাসির।

জানা গেছে, প্রায় দুই বছর পূর্বে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বামন্দী কাজিপুর সড়কের টেন্ডার পায় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর এলাকার মেসার্স জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কার্যাদেশ দিতে গড়িমশি করার কারণে ঠিকাদার জাকাউল্লাহ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ঠিকাদারের পক্ষে থাকলেও এলজিইডি কর্তৃপক্ষ আপিল করার কারণে মামলাটি ঝুলে রয়েছে বলে দাবি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে সব ধরনের গাড়ী চলাচল

বন্ধ রয়েছে। একারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিতে পারছেনা। কাজিপুর বালিয়াঘাট অঞ্চলের লাখো মানুষকে দেবিপুর হয়ে বামন্দী সহ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে অপরদিকে বাড়তি ভাড়াও গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

কয়েকজন অটোবাইক চালক জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে সব ধরনের গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকায় তারা সংসার পরিজন নিয়ে কষ্টে আছেন। তাই দ্রত সময়ের মধ্যে সড়ক পূর্ণ নির্মাণের দাবি করেন তারা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আসাদুল ইসলাম জানান, বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কে চলতে গিয়ে গত দু মাসে অন্তত শতাধিক দূর্ঘটনা ঘটেছে। দূর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অন্তত ৫০ জন। জন প্রতিনিধি হয়ে জনগণের কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনি সাময়িক ভাবে চলাচলের জন্য ইটবালি দিয়ে উপযোগি করে গড়ে তোলার দাবি করেন।

বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যাম শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ শেখ জানান, মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তি করে সড়ক সংস্কারের চেষ্টা চলছে। আসা করা যাচ্ছে আগামী দু এক মাসের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে। এ বিষয়ে মেহেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামানের সরকারি মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

মামলার বাদী ঠিকাদার জাকাউল্লাহ জানান, চলতি মাসের ৩০ তারিখে মামলার দিন ধার্য আছে। ধার্য তারিখে মামলাটি নিস্পত্তি করার চেষ্টা করা হবে।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান জানান, ঠিকাদার ও এলজিইডি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করছি চলতি মাসের ৩০ তারিখে মামলার সমাধান হবে। সমাধান হওয়া মাত্রই কাজ শুরু করা হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের দাবি জনসাধারণের

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’। ২০০২ সাল থেকে ‘আন্তর্জাতিক জানা অধিকার দিবস’ পালন করা হলেও মূলত ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো এ দিবসের স্বীকৃতি দেয়। ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিবছর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ পালন হয়ে আসছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে দেশে ‘তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯’ নামে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

একই আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরুপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

কিন্তু আইন পাশ হওয়া ১১ বছর পার হলেও এখনো পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকরা এই আইনের বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না। বরং তথ্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বঞ্চনার শিকার হতেও হয়। এমনিট জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। এমনকি গণমাধ্যমের কর্মীরাও বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য পেতে নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

তথ্য অধিকার আইনে নতুন করে গনমাধ্যম কর্মীদের জন্য খড়গ হস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশ। আদেশে বলা হয়েছে, বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোন সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারী কোন গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবেন না কিংবা কোন নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারবেন না বলে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। গত ১৮ আগস্ট “সরকারি কর্মচারি(আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯” এর এমন নিয়ম মনে করিয়ে দিয়ে তা মানার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে সব মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিবদের চিঠি পাঠিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এ আদেশের পর থেকে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়।

অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম করতে হবে। সেই সাথে সাংবাদিকদের অবাদ তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দেশের অনিয়ম দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম বলেন, তথ্য অধিকারের কথা বলা হলেও সেটা এখনো বস্তবায়ন হয়নি। “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ আছে।

মেহেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল আল মামুন বলেন, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জুম কনফারেন্সর আয়োজন করা হয়েছে। সেই সাথে সারাদিন ত্যথ অফিসের গাড়িকে সুসজ্জিত করে জনসচেতনতা মূলক প্রচার করা হবে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। রবিবার সন্ধায় মেহেরপুর শহর ও সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

এস আই তরিকুলের নেতৃত্বে শহরের হটাৎপাড়া অভিযান চালিয়ে হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব(৩৬) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৫ গ্রাম হেরোইন সহ আটক করা হয়। হাবিব একই পাড়ার মৃত তুফান আলীর ছেলে।

অপরদিকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ শফিকুল ইসলাম পটল(২৫) নামের আরও এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। পটল একই গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক আসামীদয়ের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মাদক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আজকেও তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]